স্কুলে নির্যাতিতাকে প্রশ্ন করা নিয়ে কোর্টের নির্দেশ

কলকাতা, ১১ জুলাই ঃ বেহালার এমপি বিড়লা ফাউন্ডেশন হাইস্কুলের ছাত্রীকে যৌন নির্যাতনের ঘটনায় নির্যাতিতা শিশুকে কীভাবে সওয়াল-জবাব করা হবে, নিম্ন আদালতকে তার গাইডলাইন বেঁধে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। এই মামলায় অভিযুক্ত ওই স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির কর্মী মনোজকুমার মান্না হাইকোর্টে জামিনের আর্জি জানায়। সেই মামলার শুনানির সময় এই গাইডলাইন বেঁধে দেয় হাইকোর্ট।

স্কুলের মধ্যেই তিন বছরের এক ছাত্রীকে যৌন নির্যাতন করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন শিশুটির অভিভাবকরা। তদন্তে নেমে পুলিশ স্কুলেরই এক কর্মীকে গ্রেফতার করে। নিম্ন আদালতে মামলার শুনানি শুরু হয়। নিম্ন আদালতে জামিন না পাওয়ায় অভিযুক্ত কর্মী হাইকোর্টে জামিনের আবেদন জানান। অপরদিকে ছাত্রীর অভিভাবকের আইনজীবী জানান, শিশুটি এখনও আতঙ্কে রয়েছে। তাই আদালতে যাওয়া সম্ভব না। এরপর বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি এবং বিচারপতি রবিকিষান কাপুরের ডিভিশন বেঞ্চ নিম্ন আদালতকে জানায়, নির্যাতিতা যেহেতু শিশু তাই পকসো আইনের ৩৩ নম্বর ধারা মেনে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করে তাকে প্রশ্ন করা হবে। দরকার পড়লে তার বাব মায়ের উপস্থিতিতে তাকে জেরা করতে হবে। এছাড়াও সেখানে উপস্থিত থাকতে হবে একজন প্রশিক্ষিত মনোবিদকে। একটানা প্রশ্ন করা চলবে না এবং একদিনের মধ্যেই শেষ করতে হবে হবে জেরাপর্ব। অভিযুক্তের জামিনের আর্জির শুনানি আগামী ১৮ জুলাই হবে বলে জানিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ।

বাসের ধাক্কা বিদ্যুতের খুঁটিতে

করণদিঘি,১১ জুলাই ঃ বাস ধাক্কা মারল বিদ্যুতের খুঁটিতে। বুধবার দুপুরে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে করণদিঘি থানার ঝাড়বাড়িতে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের বাঁকে। কেউ আহত হননি। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাগুড়ি-ফরাক্কা রুটের সরকারি বাসটি রাস্তার বাঁকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা মারে। খুঁটিটি ভেঙে যায়। বাসযাত্রীদের অবশ্য কোনো আঘাত লাগেনি। তাঁরা দ্রুত বাস থেকে নেমে পড়েন। পরে তাঁদের অন্য বাসে তুলে দেওয়া হয়। করণদিঘি থানার আইসি পরিমল সাহা জানান, বাসটি আটক করা হয়েছে।

আজকের দাম

পেট্রোল টাঃ ৭৯.২৭

ডিজেল টাঃ ৭০.৮৩

তেল কোম্পানি ও দূরত্ব অনুযায়ী দাম সামান্য কমবেশি হবে।

–সূত্র ইন্ডিয়ান অয়েল

আপনার মতামত

আজকের প্রশ্ন

? ফ্রান্স কি এবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ?

SMS করুন।

আপনার মোবাইলের মেসেজ option থেকে type করুন UBSOPINION স্পেস দিয়ে লিখুন YES বা NO পাঠিয়ে দিন 575756 নম্বরে বিকেল চারটের মধ্যে।

গতকালের প্রশ্ন

সোশ্যাল মিডিয়ায় ফলোয়ারের সংখ্যা দ্বিগুণ হওয়া কি ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা বাড়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে ?

হ্যাঁ	না
৬২%	৩৮%

দিনের কথা

পঞ্চায়েত ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা নিয়ে ঝামেলা যা হয় বা হয়েছে, সবটাই রাজ্যের বর্তমান পঞ্চায়েত আইনে স্পষ্টভাবে কিছু বলা নেই বলে।

–সুব্রত মুখোপাধ্যায়, পঞ্চায়েতমন্ত্রী *(পঞ্চায়েত আইন সংশোধনের প্রস্তাব দিয়ে)*

আবহাওয়া

১১ জুলাইয়ের তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি.সে.)
কলকাতা	৩২.৩	২৭.২
শিলিগুড়ি	৩২.০	২৩.৬
জলপাইগুড়ি	৩২.৫	২৫.৭
কোচবিহার	৩৪.৬	২৬.১
আলিপুরদুয়ার	৩৩.৭	২৭.০
মালদা	৩৪.৮	২৭.৬
রায়গঞ্জ	৩৪.৩	২৬.৪
গ্যাংটক	২১.৮	১৮.৭

বৃহস্পতিবারের পূর্বাভাস ঃ মেঘলা আকাশ, বৃষ্টি হতে পারে।

বিন্দু বিসর্গ

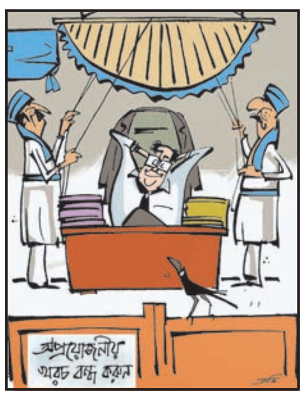

ব্লেড–তারে আটক বুনোরা, রিপোর্ট দেবেন বনমন্ত্রী

ব্লেড–তারের বেড়া পরীক্ষা করছেন অনারারি ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডেন সীমা চৌধুরি। ছবি ঃ বিদেশ বসু

নাগরাকাটা, ১১ জুলাই ঃ কোথাও চিতাবাঘ খুবলে খাচ্ছে মানুষকে। আবার কোথাও মানুষের হাতে বেঘোরে মারা পড়ছে হাতি-বাইসন-হরিণ-ময়ালের মতো বন্যপ্রাণীরা। মানুষ-বন্যপ্রাণীদের সংঘাত উত্তরোত্তর বাড়তে থাকায় উদ্‌বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত মঙ্গলবার চ্যাংরাবান্ধায় বনমন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মনের কাছেও এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর উদ্‌বেগের কথা জানিয়েছেন। চা বলয়ে মানুষ-বন্যপ্রাণীর সংঘাত বাড়ার কারণ হিসাবে বন দপ্তরের নজরে এসেছে চা বাগানগুলিতে ব্লেড-তারের বেড়া দেওয়ার বিষয়টি। বুনোদের চলাচলের করিডর বন্ধ হয়ে লোকালয়ে হানাদারি আরও বাড়ছে বলে ধারণা বন দপ্তরের অনেকেরই। বুধবার বনকর্মীরা বিভিন্ন বাগান ঘুরে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন অনারারি ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডেন সীমা চৌধুরি। তিনি বনমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট দেবেন বলে জানিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার উত্তরকন্যায় টি ডিরেক্টরেট-এর টি অ্যাডভাইসরি কাউন্সিলের বৈঠকে উপস্থিত থাকার কথা মুখ্যমন্ত্রীর। বনমন্ত্রীও বৈঠকে থাকছেন। সেখানেও বিষয়টি আলোচনায় উঠতে পারে। বন দপ্তর সূত্রেই জানা যাচ্ছে, এদিন বনকর্মীরা কয়েকটি বাগান ঘুরে দেখেছেন। দেশের সীমান্তবর্তী এলাকায় অনুপ্রবেশ ও চোরাচালান রুখতে যেভাবে ব্লেড-তারের বেড়া দেওয়া হয়ে থাকে সেটাই দেওয়া হয়েছে হাতি বা অন্য প্রাণীর প্রবেশ রুখতে। সংশ্লিষ্ট মহল জানাচ্ছে, বানারহাট থানা এলাকার বাগানগুলিতে এই প্রবণতা এখন ব্যাপক। বীরপাড়া এলাকাতেও একাধিক বাগানে এরকম বেড়া দেওয়া হয়েছে। হাতি বা বাইসনের করিডরগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে তারা অন্য পথে যেতে গিয়ে ঢুকে পড়ছে লোকালয়ে বা শ্রমিক মহল্লায়। ফলে সংঘাত বাড়ছে।

সীমাদেবী এদিন বলেন, 'যা দেখেছি তার বিস্তারিত রিপোর্ট বনমন্ত্রীকে দেব। বাগানগুলিতে ব্লেড-তারের বেড়ার বিষয়টি প্রকৃত অর্থেই আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।' ধূপগুড়ির ডুয়ার্স নেচার ক্লাবের উপদেষ্টা শুভাশিস ঘোষ বলেন, 'ডুয়ার্সে মানুষ-বন্যপ্রাণ সংঘাত বাড়ার এটাও একটা বড়ো কারণ বলে আমরা মনে করি।' চা বাগানগুলির মালিকপক্ষের সংগঠন টাই-এর ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক তথা আর-এক ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডেন রাম অবতার শর্মা বলেন, 'মানুষ ও বন্যপ্রাণ উভয়েরই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিবেশ তৈরি করার জন্য সকলে মিলেমিশে কাজ করতে হবে।' ডিবিআইটিএ-র সম্পাদক সুমন্ত গুহঠাকুরতা বলেন, 'এ বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।' বনমন্ত্রী বলেন, 'ব্লেড-তারের বেড়া দেওয়ার ফলে চা বাগানগুলিতে বুনোদের করিডর বন্ধ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে আধিকারিকদের চা মালিকদের সঙ্গে কথা বলতে বলেছি। তার আগে পরিস্থিতি ঠিক কী রকম রয়েছে তা আমরা বুঝে নিতে চাইছি।'

মেডিকেল কলেজে অধ্যক্ষ ছাড়া সবাই অনুপস্থিত

ভুলে ভরা বায়োমেট্রিকে উদ্‌বেগ

রণজিৎ ঘোষ ● শিলিগুড়ি

১১ জুলাই ঃ আগামী মাস থেকে স্বাস্থ্য দপ্তরে বায়োমেট্রিক অ্যাটেনড্যান্স বাধ্যতামূলক হচ্ছে। এর উপরে নির্ভর করেই বেতন পাবেন চিকিৎসক থেকে চিকিৎসাকর্মী সকলেই। কিন্তু উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে গত এক মাসের বায়োমেট্রিক অ্যাটেনড্যান্সের যে হিসাব পেশ করা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, একমাত্র অধ্যক্ষই উপস্থিত রয়েছেন। বাকি সমস্ত চিকিৎসক, চিকিৎসাকর্মীদের হয় অনুপস্থিত হিসাবে দেখানো হয়েছে, নতুবা কারও 'ইন' আছে 'আউট' নেই, কারও আবার উলটোটিও রয়েছে। এমনকি বহু চিকিৎসক, বিভাগীয় প্রধানকে মেডিকেল টেকনিশিয়ান হিসাবেও দেখানো হয়েছে। চিকিৎসকদের বক্তব্য, আগামী মাসেও যদি বায়োমেট্রিক যন্ত্র থেকে এভাবেই তুঘলকি হিসাব বের হয়, তাহলে তো প্রত্যেকেরই বেতন বন্ধ হয়ে যাবে। মেডিকেল সুপার ডাঃ কৌশিক সমাজদার বলেন, 'কিছু টেকনিকাল সমস্যা রয়েছে। আগামী মাস থেকে এই বায়োমেট্রিক যন্ত্রই উপস্থিতির সমস্ত হিসাব রাখবে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই পুরো বিষয়টিকেই আপগ্রেড করা হবে। আশা করছি সমস্যা মিটে যাবে।'

প্রায় দেড় বছর আগে মেডিকেলে বায়োমেট্রিক অ্যাটেনড্যান্স পদ্ধতি চালু হয়েছে। তবে, বায়োমেট্রিকের পাশাপাশি অ্যাটেনড্যান্স রেজিস্টারেও দৈনিক নিজেদের উপস্থিতির সই করতেন চিকিৎসক থেকে শুরু করে সকলেই। ফলে বায়োমেট্রিক যন্ত্রের হিসাব বের না করে এতদিন অ্যাটেনড্যান্স রেজিস্টার দেখেই বেতন হয়েছে। কিন্তু পরীক্ষামূলকভাবে গত জুন মাসে এখানকার বায়োমেট্রিক যন্ত্রগুলিকে অনলাইনে স্বাস্থ্যভবনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। ৫ জুন থেকে সকলকেই এই যন্ত্রে অ্যাটেনড্যান্স দিতে হচ্ছে। মেডিকেল কলেজ বা হাসপাতালে ঢোকা এবং বের হওয়ার সময় দুবার আঙুলের ছাপ দিতে হয়। মঙ্গলবার মেডিকেলে সুপারের ঘরের বাইরের দেয়ালে চিকিৎসক থেকে শুরু করে সকল স্বাস্থ্যকর্মীরই ৯ জুলাই পর্যন্ত বায়োমেট্রিক অ্যাটেনড্যান্সের তালিকা ঝোলানো হয়েছে। এই তালিকায় দেখা যাচ্ছে, একমাত্র কলেজ অধ্যক্ষ ডাঃ সমীর ঘোষ রায়ের নামের পাশেই পি অর্থাৎ তিনি উপস্থিত বলে লেখা রয়েছে। বাকি কোনো চিকিৎসক বা চিকিৎসাকর্মীর নামের পাশে উপস্থিত লেখা নেই। কারও নামের পাশে অ্যাবসেন্ট (এএ), কারও নামের পাশে পিএক্স, আবার কারও নামের পাশে ইই লেখা রয়েছে। এগুলির আক্ষরিক অর্থও কেউ বলতে পারেননি। তালিকায় দেখা যাচ্ছে, বহু চিকিৎসকই রাত ১২টায় 'ইন' করেছেন অর্থাৎ মধ্যরাতে ডিউটিতে এসেছেন। আবার তালিকায় বেশ কিছু চিকিৎসককে মেডিকেল টেকনিশিয়ান হিসাবেও দেখানো হয়েছে। চক্ষু বিভাগের প্রধান ডাঃ রবীন্দ্রনাথ সাহাকেও দেখানো হয়েছে মেডিকেল টেকনোলজিস্ট হিসাবে। হাসপাতাল সুপারের উপস্থিতিও বায়োমেট্রিকে নেই। এই তালিকা ঝোলানোর পর থেকেই চিকিৎসক থেকে শুরু করে সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মীর মধ্যেই হুলুস্থুল পড়ে গিয়েছে। সকলেরই বক্তব্য, এ তো ভুলের কুরুক্ষেত্র হয়ে গিয়েছে। নাম, বিভাগ যেমন ঠিকঠাক নেই, তেমনই উপস্থিতির তথ্যও ভুলে ভরা। আগামী মাস থেকে যদি এই প্রযুক্তির উপরে নির্ভর করেই বেতন দেওয়া হয়, তাহলে তো কোনো চিকিৎসক বা চিকিৎসাকর্মীই বেতন পাবেন না। তখন স্থানীয়ভাবে সুপার বা অধ্যক্ষকে বলেও কিছু হবে না। কেননা পুরো বিষয়টিই স্বাস্থ্যভবন থেকে দেখভাল করা হবে।

বিষয়টি নিয়ে বুধবার চিকিৎসকদের একাধিক সংগঠন এবং কর্মী সংগঠনের পক্ষ থেকেও মেডিকেল অধ্যক্ষ এবং সুপারের কাছে দরবার করা হয়েছে। বায়োমেট্রিক অ্যাটেনড্যান্সের ব্যবস্থা থাকলেও যাতে খাতায়-কলমেও উপস্থিতির হিসাব রাখা হয়, সেই দাবি জানানো হয়েছে। মেডিকেল সুপার জানিয়েছেন, 'বায়োমেট্রিক যন্ত্রগুলি ঠিক করার জন্য টেকনিশিয়ানরা আসছেন। স্বাস্থ্যভবনেও বিষয়টি নিয়ে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। একটা নতুন ব্যবস্থা চালু হলে কিছু সমস্যা প্রথম দিকে হতেই পারে।'

বাইরের লোক ঢুকছে কিনা খোঁজ রাখতে বললেন মমতা

শিলিগুড়ি, ১১ জুলাই ঃ বাইরে থেকে আলিপুরদুয়ারে লোক ঢুকলেও পুলিশ ও প্রশাসনের তরফে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না বলে মুখ্যমন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। মঙ্গলবার উত্তরকন্যায় আলিপুরদুয়ার জেলা নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী পুলিশ কর্তাদের কাছে জানতে চান, 'আলিপুরদুয়ারে বাইরের লোক ঢুকছে বলে খবর আছে, কী করেন আপনারা ? আপনার এলাকায় বাইরের লোক ঢুকল কিনা নজর রাখেন? শিলিগুড়িতে কিছুদিন আগে চিনের নাগরিক ধরা পড়েছে। আধারকার্ডও নকল করছে অনেকে। এগুলো আপনারা নজর রাখবেন না?' জেলার পুলিশ ও প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকদের সতর্ক করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সব বিষয় হালকা করে দেখলে হবে না। অযাচিত লোক এলে তাঁকে এলাকায় থাকতে দেওয়াটা ঠিক নয়, মনে রাখবেন। অনেকে আবার কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের আশ্রয়ে চলে যায়। আমার দলের আশ্রয়ে কেউ গেলেও থাকতে দেবেন না।' মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট কথা, 'যাঁরা বাংলায় থাকেন, তাঁরা যেকোনো জায়গায় আসতে পারেন। কিন্তু বাংলার বাইরে থেকে এসে টাকাপয়সা নিয়ে বসে প্রথম প্রথম দশটা লোককে টাকা দিয়ে সাহায্য করল। তারপর ওই দশটা লোককে দিয়ে অন্যায় কাজ করাবে, সেদিকে নজর রাখতে হবে। 'আমি জানি না' বললে কিন্তু আমি শুনব না। বিডিওদের নজর রাখতে হবে, আইসিদেরও নজর রাখতে হবে।'

বিডিওদের এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে মেলামেশা করার পরামর্শ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে এইসব বিষয়ে কিন্তু খবর পাওয়া যায়। সেই কারণে বিডিওদের প্রতিটি এলাকায় ঘোরাঘুরি করতে হবে, যাতে সন্দেহজনক কাউকে দেখলে মানুষ তাঁদের খবর দেন।' এ ব্যাপারে সিভিক ভলান্টিয়ারদের আরও বেশি করে কাজে লাগাতে চান মুখ্যমন্ত্রী, যাতে 'ইনফরমেশন চ্যানেল' আরও মজবুত করা যায়। সরকারি আধিকারিকদের পরামর্শ দেওয়ার ঢঙে তিনি প্রথমে বলেন, 'মানুষের সঙ্গে প্রতিদিন কথা বলতে হবে। আমিও প্রতিদিন নবান্ন যাওয়ার আগে মানুষের সঙ্গে কথা বলে যাই।' তারপর কিছুটা কটাক্ষের সুরে তিনি বলেন, 'আমি যদি পারি আপনারা পারবেন না কেন?'

পাসপোর্টে ছাড়

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই ঃ সিঙ্গল মাদার ও বিবাহবিচ্ছিন্নাদের পাসপোর্ট বানানোর ক্ষেত্রে সহযোগিতার আশ্বাস দিল কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রক। এখন থেকে পাসপোর্ট তৈরির ক্ষেত্রে সিঙ্গল মাদার ও বিবাহ বিচ্ছিন্নাদের পাসপোর্ট পেতে ডিভোর্স সার্টিফিকেট বা অন্য কোনো সরকারি হলফনামা দেখাতে হবে না। প্রয়োজনে করা হবে না পুলিশি প্রক্রিয়াও। বিদেশমন্ত্রকের তরফে টুইট করে এই আশ্বাস দিয়েছেন স্বয়ং বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ।

ব্যভিচার অপরাধই

প্রথম পাতার পর

অন্যদিকে, জোশেফের দায়ের করা মামলা বাতিলের দাবি জানিয়ে কেন্দ্র বলেছে, দণ্ডবিধির ৪৯৭ ধারা এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯৮ (২) নম্বর ধারা বাতিল করে দেওয়া সম্ভব নয়। গত ৫ জানুয়ারির শুনানিতে প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বেঞ্চ বলেছিল, সমাজ যখন দিনকে দিন এগোচ্ছে, তখন ব্যভিচার সংক্রান্ত ধারাটি খানিকটা হলেও মান্ধাতা আমলের। পরে সেটি সংবিধান বেঞ্চে পাঠানো হয়। সর্বোচ্চ আদালত বলেছিল, সামাজিকভাবে ধরেই নেওয়া হয়, সমস্ত ক্ষেত্রে মহিলারাই অপরাধের শিকার হন। আর সেক্ষেত্রে একমাত্র পুরুষদেরই বিচার করা হয়। ওই ধারাতেও মহিলাদের পুরুষের সঙ্গে সমান চোখে দেখা হয়নি।

উল্লেখ্য, ব্রিজলাল বিষ্ণোই মামলায় ১৯৯৬ সালে দিল্লি হাইকোর্ট জানিয়েছিল, একমাত্র বিবাহিত মহিলার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ককেই ব্যভিচার বলা যাবে। কিন্তু বিধবা, যৌনকর্মী বা অবিবাহিত মহিলার সঙ্গে সহবাসকে ব্যভিচার বলা যাবে না।

বনকর্মী নিয়োগে বোর্ড গড়ার সিদ্ধান্ত

শিলিগুড়ি, ১১ জুলাই ঃ কর্মীর অভাব বন দপ্তরে। তাই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এবার তৈরি হচ্ছে ফরেস্ট রিক্রুটমেন্ট বোর্ড। বুধবার উত্তরকন্যায় আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনের এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়।

এদিন বৈঠকে কর্মীর সংখ্যা কম থাকার বিষয়টি উঠতেই মুখ্যমন্ত্রী বন দপ্তরের সচিবকে বলেন, আমি অনেকদিন আগেই বলেছিলাম ফরেস্ট গার্ড নিয়োগ করতে। এতদিনেও কি সেই নিয়োগ করা হয়েছে? সেগুলি কী হল? নিয়োগের ক্ষেত্রে এত দেরি হচ্ছে কেন? তখন বন দপ্তরের সচিব বলেন, ২৬৯ জন ফরেস্ট গার্ড নেওয়া হয়েছে। কিন্তু যাঁদের নিয়োগ করা হয়েছে তাঁরা কলকাতার বাসিন্দা হওয়ার কারণে গরুমারা, জলদাপাড়ায় কাজ করার ব্যাপারে তাঁদের প্রচণ্ড অনীহা। তখন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সবসময় এইসব ক্ষেত্রে স্থানীয় লোকদের প্রাধান্য দেওয়া প্রয়োজন। তখনই ফরেস্ট রিক্রুটমেন্ট বোর্ড গঠনের প্রসঙ্গ উঠতে মুখ্যমন্ত্রী রাজি হয়ে যান। বলেন, যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'অনেক সময় শুনি হাতির আক্রমণে মৃত্যু হয়েছে। কিংবা হাতি কোনো বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে চলে গেল। চিতাবাঘের আক্রমণে মৃত্যুর খবরও শুনলাম। এই সব ব্যাপারে বন দপ্তরকে কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে।'

পাম্প চালকদের সাধারণ সভা

কোচবিহার, ১১ জুলাই ঃ পিএইচইর পানীয় জলের পাম্প অপারেটরদের সাধারণ সভা হল। বুধবার কোচবিহার ক্লাবের হলঘরে সভাটি হয়। তিনটি জেলার পাম্প অপারেটররা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সভায় সমকাজে সমবেতনের দাবি তোলা হয়। এ বিষয়ে সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ কার্যকর করার দাবিও তোলেন পাম্প অপারেটররা। পাম্প অপারেটর কর্মী ইউনিয়নের এক সদস্য বলেন, 'পানীয় জলের পাম্পগুলি আগে পিএইচই পরিচালনা করত। কিন্তু সরকারি নীতি অনুযায়ী সেগুলি পঞ্চায়েতকে হস্তান্তর করা হচ্ছে। আমরা একে অবৈজ্ঞানিক বলে মনে করি।'

প্রশিক্ষণের নির্দেশ

জলপাইগুড়ি, ১১ জুলাই ঃ গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির আইন, কাজ ও কাজের পরিধি সম্পর্কে ধারণা দিতে চলতি মাসেই নবনির্বাচিত সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিতে চলেছে জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন। শপথগ্রহণের আগেই এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জেতা আসনগুলি নিয়ে সুপ্রিমকোর্ট এখনও কোনো রায় না দেওয়ায় নবনির্বাচিত সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

জানা গিয়েছে, পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতে নবনির্বাচিত সদস্যদের প্রশিক্ষণের নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। প্রশিক্ষণের জন্য দপ্তরের প্রশিক্ষণ বিভাগ থেকে চারজন প্রশিক্ষককে জলপাইগুড়িতে পাঠানো হবে। চলতি মাসের শেষে প্রশিক্ষণ শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের প্রশিক্ষণ হবে জলপাইগুড়ির রিজিওনাল ট্রেনিং সেন্টারে, যার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মহকুমাশাসকদের। আর গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের প্রশিক্ষণের জায়গা ঠিক করবেন জেলা গ্রাম উন্নয়ন আধিকারিক। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জেতা আসনগুলি নিয়ে বিরোধীদের দায়ের করা মামলা এখন সুপ্রিমকোর্টে বিচারাধীন। এই অবস্থায় প্রশিক্ষণ শিবিরে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জেতা প্রার্থীরাও থাকবেন বলে জানা গিয়েছে। এ বিষয়ে জলপাইগুড়ি সদর মহকুমাশাসক রঞ্জনকুমার দাস বলেন, 'নির্বাচিত সব সদস্য শিবিরে আসবেন।'

আট বছরেও খুলে দেখা হয়নি আবেদনপত্র

কর্মসমিতি অনুমোদন দিলে নিয়োগ-বিজ্ঞপ্তি জারি হবে

সানি সরকার ● শিলিগুড়ি

১১ জুলাই ঃ নিয়োগ প্রক্রিয়ার জটিলতা কাটাতে কর্মসমিতির বৈঠকের ওপরেই আস্থা রাখছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বৃহস্পতিবারের বৈঠকে সমস্যার সমাধান হলে শুরু হবে নতুন নিয়োগ। ফলে শূন্যপদের ঘাটতি অনেকটাই মিটবে বলে মনে করেন উপাচার্য ডঃ সুবীরেশ ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্য, 'আইনি জটিলতা যাতে না দেখা দেয়, তাই সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হয়েছে। কর্মসমিতির অনুমোদনের প্রেক্ষিতে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে।' প্রসঙ্গত, তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণির কর্মী নিয়োগের জন্য ২০১০ সালে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। আবেদন জমা পড়ে প্রায় ১৩ হাজার। কিন্তু ইন্টারভিউ তো দূরের কথা, আবেদনপত্রগুলি খুলে পর্যন্ত দেখা হয়নি বলে বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রেই খবর। তার জেরেই নতুন নিয়োগের ক্ষেত্রে চরম জটিলতা দেখা দিয়েছিল।

কয়েক বছর ধরে শূন্যপদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও, তা পূরণে কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেনি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এর মূলেই রয়েছে আট বছর আগের এক সিদ্ধান্ত। অরুণাভ বসু মজুমদার উপাচার্য থাকাকালীন তৃতীয় শ্রেণি এবং চতুর্থ শ্রেণির কর্মী নিয়োগের জন্য ২০১০ সালে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। অরুণাভবাবু ২০১২ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত উপাচার্য পদে থাকলেও কর্মী নিয়োগের জন্য কোনো ইন্টারভিউ নেওয়া হয়নি। পরবর্তী সময়েও এ ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এরই মধ্যে অনেকে অবসর নেওয়ায় শূন্যপদের সংখ্যা বেড়েছে অনেকটাই। কর্মী কম থাকায় কয়েকটি বিভাগে কার্যত অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। যার জন্য নিয়োগের দাবিতে আন্দোলনে নামে কর্মী সংগঠনগুলি। আর নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে গিয়েই সমস্যায় পড়তে হয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে। পুরানো বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী যাঁরা সে সময় আবেদন করেছিলেন, তাঁদের বাদ দিয়ে কী করে নতুন করে কর্মী নিয়োগ করা হবে, তা নিয়ে দেখা দেয় জটিলতা। এই জটিলতা কাটাতে পুরানো আবেদনকারীদের ইন্টারভিউতে ডাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এক আধিকারিকের বক্তব্য, 'অন্যথায় আবেদনকারীদের যে কেউ মামলা করতে পারেন।' বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রেই খবর, সেই সময় জমা পড়া ১৩ হাজার আবেদনপত্র খতিয়ে দেখতে গিয়ে ধরা পড়েছে, আবেদনপত্রগুলি খুলে পর্যন্ত দেখা হয়নি। প্রতিটি আবেদনপত্রের সঙ্গে রয়েছে ড্রাফট। অর্থাৎ সুনামের পাশাপাশি, কয়েক লক্ষ টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের। তবে এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করতে না চাইলেও উপাচার্য ডঃ সুবীরেশ ভট্টাচার্য বলেন, 'কর্মসমিতি অনুমোদন দিলে নতুন নিয়োগের জন্য কয়েকদিনের মধ্যেই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে। আগে যাঁরা আবেদন করেছিলেন, তাঁদের আর নতুন করে আবেদন করতে হবে না। ইন্টারভিউতে তাঁদের সুযোগ দেওয়া হবে।' জানা গিয়েছে, গোটা প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখছেন নিবন্ধক ডঃ দিলীপকুমার সরকার। তাঁর বক্তব্য, আইনি দিকগুলি খতিয়ে দেখেই কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

ফাইনালে খেলার যোগ্য নয়

প্রথম পাতার পর

তারপর দেখা যাবে কীভাবে আবার দলটাকে নতুন করে তৈরি করা যায়। তবে অবশ্যই আমার চোখ এখন ২০২০-র আগামী ইউরোর দিকে থাকবে। প্রতি টুর্নামেন্টে কীভাবে দলের উন্নতি করা সম্ভব সেটা দেখাই আমার কাজ। আরও তরুণ ফুটবলার তুলে আনতে হবে।' বেলজিয়ামের ২৩ জনের দলে সাতজন ইতিমধ্যেই তিরিশের কোটায়। তিনি যে হতাশ তা গোপন করেননি প্রাক্তন উইগান এবং এভারটন কোচ। সাংবাদিক সম্মেলনে এসে বলে ফেলেন, 'অবশ্যই প্রচণ্ড হতাশ আমি। আমরা এখানে দারুণ খেলে শেষ চারে পৌঁছোতে আসিনি। এসেছিলাম চ্যাম্পিয়ন হতে। তাই আমার ছেলেরা এখন প্রত্যেকেই অসম্ভব মানসিক কষ্টের মধ্যে আছে। ফ্রান্স বড়ো দল। ওরা পরিস্থিতিটা দারুণভাবে কাজে লাগাতে পারল, তবে আমরাও চেষ্টা করেছিলাম।'

কোচের মতোই দলের অন্যতম সিনিয়র ফুটবলার ভিনসেন্ট কোম্পানিও ফ্রান্সকে কৃতিত্ব দিয়েছেন গত রাতে হারের পর। নিজেদের খেলায় হতাশ এই অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার। তিনি বলেন, 'আমরা যে ফ্রান্সের থেকে খারাপ খেলেছি তা নয়। বরং ম্যাচটা আমাদেরই নিয়ন্ত্রণে ছিল। কিন্তু সমস্যাটা হয়ে গেল, সুযোগগুলোকে গোলে পরিণত করার ক্ষেত্রে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে দিনটা আমাদের ছিল না। অত্যন্ত হতাশ লাগছে। তবে এটাই ফুটবল। ফাইনালে ওঠার জন্য ওদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। তবে এটুকু বলতে পারি যারাই চ্যাম্পিয়ন হোক না কেন, তারা কিন্তু কেউই আমাদের থেকে শক্তিশালী নয়।' কোম্পানি রেখেঢেকে বললেও, গোলরক্ষক কুর্তোয়া কিন্তু কড়া কথাবার্তা বলেছেন হুগো লরিসদের উদ্দেশ্যে। তিনি মনে করেন না সেন্ট পিটার্সবার্গে যোগ্য দল জিতে ফাইনালে গিয়েছে।

বরং ফ্রান্স যে অখেলোয়াড়োচিত মনোভাব দেখিয়েছে সেকথাই বারবার বলেন ম্যাচের পর। তারা সত্যিকারের ফুটবলের মজা দর্শকদের দিতে চায়নি জানিয়ে বেলজিয়াম গোলরক্ষক বলেন, 'ফ্রান্স যা করেছে তা ফুটবল বিরোধী। ওদের ট্যাকটিক্স ঠিক ছিল না। হ্যাঁ, অবশ্যই ওদের এভাবে খেলার অধিকার আছে। কারণ ওরা জানত ওপেন ফুটবল খেললে আমাদের আটকাতে পারবে না। তাই ডিফেন্সিভ এবং কাউন্টার অ্যাটাক নির্ভর ফুটবল খেলেছে ওরা। তবে এটুকু বলতে পারি, ওদের এই খেলাটা দেখতে কারোরই ভালো লাগেনি।' তাঁর দলের অধিনায়ক অবশ্য আরও রুক্ষভাবে বলেন, 'আমি এই ফ্রান্স দলটার হয়ে জেতার থেকে বেলজিয়ামের হয়ে খেলে হারতে বেশি পছন্দ করব।' হ্যাজার্ড এবং কুর্তোয়া দুজনেই রেফারিকেও হারের জন্য সমানভাবে দায়ী করেন। কেভিন ডি' ব্রুয়েন অবশ্য এতটা সরাসরি নয় বরং খানিকটা ব্যঙ্গ এবং কিছুটা দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলে দেন, 'আমাকে দেখে কি আপনাদের ফ্রান্সের উপর খুব বিরক্ত হয়েছি বলে মনে হচ্ছে? আমি ম্যান সিটিতে খেলি। যাদের বিপক্ষে অন্তত ৯০ শতাংশ দলই এভাবেই খেলে থাকে। কী আর করা যাবে। এটাই ফুটবল। ওরা যেটা করতে চেয়েছে সেটাই ভালোভাবে করেছে। একটাই সুযোগ আর সেটাই গোল। আমরা সেটা পারিনি।' অনেকেরই বক্তব্য, আগামী মরশুমে বেশ কিছু ফরাসি ফুটবলারের সঙ্গে সাজঘর ভাগ করে নেবেন বলেই খুব বেশি আক্রমণাত্মক হননি ব্রুয়েন।

জমি মাফিয়াচক্রে পুলিশ

প্রথম পাতার পর

কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী এই বার্তা দেওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন ভক্তিনগর থানার অন্তর্গত হাতিয়াডাঙ্গায় কমলা মণ্ডল নামে এক মহিলাকে ঘর থেকে বের করে দেওয়ার পর বাসনপত্র বাইরে ছুড়ে ফেলে তাঁকে মারধর করা হয়। ওই ঘটনায় অভিযোগ ওঠে এলাকারই কিছু জমির দালালের বিরুদ্ধে। এই খবরও পৌঁছায় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। এদিন প্রশাসনিক বৈঠকের গোড়ার দিকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কিছু জমি মাফিয়া আছে, যারা সরকারি জমিও দখল করে, বেসরকারি জমিও দখল করে বিক্রি করে। ভাবে ওটা ওদের নিজেদের সম্পত্তি। এরা নিজেদের জন্য টাকা আয় করে। এই টাকা সরকারের না কোনো কাজে লাগে, না কোনো ভালো কাজে ওরা ব্যবহার করে। আমার দলের ওই টাকার দরকার নেই। এটা আমি আগেই বলে দিয়েছি।' জমি মাফিয়াচক্রের বিরুদ্ধে পুলিশকে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান। একই সঙ্গে তাঁর কথায় স্পষ্ট হয়, পুলিশের একাংশের ভূমিকায় তিনি মোটেও সন্তুষ্ট নন। তিনি বলেন, 'কোনো কোনো জায়গায় পুলিশও এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। এটা আমরা বরদাস্ত করব না। কোথাও আবার বিএলএলআরও, ডিএলআরও এসবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান।' এ প্রসঙ্গে দার্জিলিংয়ের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'দার্জিলিংয়ের একটা ঘটনা আমি জানি। এসডিএলএলআরও নিজে কয়েকটি বেআইনি জায়গা অফিশিয়াল করে দিয়েছেন। ওনার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কাউকে ছাড়া হবে না, সে যেই হোক।' মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, 'কত টাকা প্রয়োজন হয় একজন লোকের? অসদুপায়ে রোজগার করব কেন? কী প্রয়োজন? অসদুপায়ে রোজগার করলে একদিন না একদিন ধরা পড়বেই। জলপাইগুড়ির একটি ঘটনা শুনেছি। আমরা তদন্ত করছি। দার্জিলিংয়ের একটি ঘটনারও তদন্ত হচ্ছে। আমরা ব্যবস্থা নেব।'

এবারের সফরে তিনি যে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকার জমি মাফিয়াদের সম্পর্কে যথেষ্ট হোমওয়ার্ক করে এসেছেন, মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিটি মন্তব্যে তা স্পষ্ট হয়ে যায়। তিনি যখন বলেন, 'শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ির কাছাকাছি ইস্টার্ন বাইপাস এলাকায় কেউ কেউ এই কাজ করে,' তখন উপস্থিত পুলিশ অফিসারদেরে অবাক হতে দেখা যায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের অ্যান্টি করাপশন ব্রাঞ্চ আছে। হাতেনাতে ধরতে হবে ওইসব লোককে। তবে এরা বুঝবে, না হলে জীবনে বুঝবে না।' এরপর মুখ্যমন্ত্রী যা বলেন, তার মধ্যে গোটা রাজ্যের পুলিশ, প্রশাসন ও শাসকদলের কর্মীদের প্রতি স্পষ্ট বার্তা রয়েছে। যাঁদের সম্পর্কে অভিযোগ তাঁর কানে পৌঁছেছে অনেকটা যেন তাঁদের বার্তা দিতেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা এসব করে ঘরে ঢোকাচ্ছে। কিছু লোক আছে, ওইসব জমিতে ঘুঘুর বাসা বেঁধে বসে আছে, সেই ঘুঘুর বাসা ভেঙে দিতে নির্দেশ দিয়েছি।'

মাঝারি শিল্পের হাব হচ্ছে

প্রথম পাতার পর

এঁরা শিল্পের ক্ষেত্রে যেকোনো সমস্যার সমাধান করবেন। উপরমহলের নির্দেশ রয়েছে প্রতি মাসে ফিনান্সিয়াল ক্লিনিকের সভা বাধ্যতামূলকভাবে করতে হবে।

ভবতোষবাবু জানিয়েছেন, জলপাইগুড়ি জেলায় চলতি আর্থিক বছরে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ৩৫টি ইউনিট হয়েছে। বাঁশ-বেত, স্টিল ফার্নিচার, তেজপাতা, বড়ি, মৃৎশিল্প, এবং চায়ের প্রক্রিয়াকরণের হাব তৈরির কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। আশিঘরে স্টিলের ফার্নিচারের হাব ইতিমধ্যেই হয়েছে। বাণেশ্বর মোড়ে আড়াই বিঘা জমিতে এই হাবে ক্রেতা-বিক্রেতারা এসে উপকৃত হচ্ছেন। এছাড়া ময়নাগুড়িতে ৪ কোটি টাকা খরচ করে বেসরকারি উদ্যোগে পাটের দড়ির কারখানা কাজ শুরু হয়েছে। সাহুডাঙ্গির নোয়াপাড়ায় সাড়ে তিন কোটি টাকা খরচ করে এবং জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের সরকারপাড়ায় এক কোটি টাকা খরচ করে বেসরকারি উদ্যোগে বড়ো চালের কারখানা হয়েছে। প্রতিবেশী সিকিম, ত্রিপুরা, অসম ও উত্তরপ্রদেশ থেকে উদ্যোগপতিরা এসে ডাবগ্রাম শিল্প বিকাশ কেন্দ্রে প্লাস্টিক কারখানার করেছেন। তাদের সবরকম সহায়তা করা হচ্ছে। এখানকার প্লাস্টিকজাত সামগ্রী রপ্তানি হচ্ছে বাংলাদেশ, ভুটান এবং নেপালে।

জলপাইগুড়ি জেলায় ব্লক স্তরে শিল্পায়ন সংক্রান্ত কাজের অগ্রগতির ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে। সাতটি ব্লকের মধ্যে ছয়টিতেই ব্লক শিল্প আধিকারিক নেই। নর্থবেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সম্পাদক পুরোজিৎ বকসিগুপ্ত শিল্পায়নের জন্য ফিনান্সিয়াল ক্লিনিক করার উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। ব্লক স্তরের শিল্প আধিকারিকদের পদ দ্রুত পূরণ করার দাবিও তিনি করেছেন।

খোঁজ মেলেনি বাপ্পার

প্রথম পাতার পর

বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর, সিভিল ডিফেন্স, পুলিশ ও বন দপ্তরের কর্মীরা মিলে শুরু করে বাপ্পার খোঁজে তল্লাশি। যেহেতু মূর্তি নদী গরুমারার ভেতর দিয়ে অনেকটাই প্রবাহিত হয়েছে তাই গরুমারার ভেতরে চলে বিশেষ তল্লাশি। এদিন দুপুরে উদ্ধারকার্য খতিয়ে দেখতে আসেন মেটেলির বিডিও সুমা বড়াল। এদিকে, ২৪ ঘণ্টার বেশি পেরিয়ে যাবার পরও বাপ্পার খোঁজ না মেলায় তাঁর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ক্রমেই কমছে। জলপাইগুড়ি জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক কুমার দত্ত জানান, প্রতিভাবান খেলোয়াড় ছিল বাপ্পা। এই ঘটনা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। জানা গিয়েছে, বাপ্পার সঙ্গে থাকা ওই দম্পতিকে মেটেলি থানায় ডেকে ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। মাল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবাশিস চক্রবর্তী জানান, এখনও পর্যন্ত বাপ্পার পরিবারের তরফে কোনো অভিযোগ মেলেনি। আমাদের প্রথম কাজ হল বাপ্পার দেহ উদ্ধার করা। ঘটনাটি কীভাবে ঘটল তা খোঁজার চেষ্টা চলছে। মালের মহকুমাশাসক সিয়াদ এন জানান, বুধবার সারাদিন বাপ্পার খোঁজে তল্লাশি চলেছে। তবে খোঁজ মেলেনি। বৃহস্পতিবার ফের তল্লাশি চালানো হবে।